



375612 - নাপাকি পবিত্র করার ক্ষেত্রে ভজো ন্যাকড়া দিয়ে কয়কেবার মোছা কি যথেষ্ট?

প্রশ্ন

আমি আমার বাচ্চাকে ডায়াপার ছাড়াতো চাই। যাতো করে সে টয়লেটে কমেডে বসে পশোব ও পায়খানা করা শেখে। কিন্তু আমি নিশ্চিন্তি যো, সে বহুবীর কীরটি ফলেরেরে উপর করবো। আমি জানি যো, নাপাকি পরস্কীর করার ক্ষেত্রে পানি ব্যবহার করা উত্তম। কিন্তু আমি কি ভজো টাওয়াল দিয়ে কথিবা যো কোন ন্যাকড়া দিয়ে তনিবার মুছো ফলেতে পারি। কারণ আমি আসলে শুচিবায়ুতে আক্রান্ত রোগী। প্রত্যেকেবার পানি ঢালা আমার জন্য কঠনি হবে?

প্রিয় উত্তর

আলহামদু ললিলাহ।

যদি শিশু কার্পটে উপর বা এ জাতীয় অন্য কছির উপর পশোব করে দিয়ে তাহলে নাপাকি দূর করার জন্য আপনিস্পঞ্জ ব্যবহার করা কথিবা ন্যাকড়া ব্যবহার করা যথেষ্ট; যা পশোবকে চুষে নবি। এরপর আপনিসটোকে পানি দিয়ে পরস্কীর করবনে। কার্পটে উপর পানি দবিনে। কীরটি কয়কেবার করবনে যতক্ষণ পর্যন্ত না আপনার প্রবল ধারণা হয় যো, নাপাকি দূর হয়েছে। এভাবে কীরটি গোটো কার্পটে পানি ঢালার তুলনায় সহজ। কেননা আপনাকে সামান্য কছির পানি ঢালতে হবে; শুধু নাপাকির স্থানে।

শাইখ উছাইমীন (রহঃ) কো জিজ্ঞেসে করা হয়েছিল যো: বড় কার্পটেকে নাপাকি থেকে পবিত্র করার পদ্ধতি কি? নাপাকির দৃশ্যমান অবয়ব দূর করার পর নাপাকি ধৌত করার ক্ষেত্রে নথিড়ানো কি ধরতব্য?

জবাবে তনি বলেন: “বড় কার্পটেগুলোর নাপাকি ধৌত করার পদ্ধতি: প্রথমে নাপাকির অবয়ব দূর করতে হবে; যদি এর কোন কাঠামো থাকে। যদি এটি শুকনো হয় তাহলে তুলে ফলেবে। আর যদি পশোবেরে মত তরল কছির হয় তাহলে স্পঞ্জে চুষিয়ে সটোকে দূর করবো। এরপর এ জায়গার উপর পানি ঢালবে যতক্ষণ পর্যন্ত না অনুমান হয় যো, পশোবেরে আলামত কথিবা নাপাকি দূরীভূত হয়েছে। পশোবেরে ক্ষেত্রে দুই বা তনিবার করলেই এটি হয়ে যায়। নথিড়ানো আবশ্যিক নয়। তবে যদি নথিড়ালে নাপাকি দূর না হয় তাহলে ভিন্ন কথা। যমেন নাপাকি যদি কোন জনিসিরে রন্দ্রেরে রন্দ্রেরে ঢুকো যায় এবং নথিড়ানো ছাড়া এর ভতেরেরে অংশ পরস্কীর করা না যায় সক্ষেত্রে নথিড়াতে হবে।” [ফাতাওয়া নুরুন আলাদ দারব থেকে সমাপ্ত]

আর যদি নাপাকি পাকা মবেেরে উপরে হয় তাহলে তো বসিয়টি সহজ। কারণ মজেেরে ভতেরেরে নাপাকি ঢুকো না। তাই আপনিস যদি ভজো টাওয়াল কথিবা ন্যাকড়া দিয়ে পরস্কীর করবনে, এর সাথে পানি ঢালনে এবং কয়কেবার পরস্কীর করবনে তাহলে পবিত্র



হওয়ার জন্য এটি যথেষ্ট। তবে শর্ত হলো নাপাকরি রঙ ও গন্ধেরে আলামত দূর হতে হবে।

আল্লাহই সর্বজ্ঞ।